নিরাপদ নগরী
Safer Cities

বিশ্ব বসতি দিবস'৯৮
World Habitat Day'98
৫ অক্টোবর ১৯৯৮

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

The Daily Star

Special Supplement

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায়ঃ পেঙ্গুইন এ্যাডভার্টাইজিং

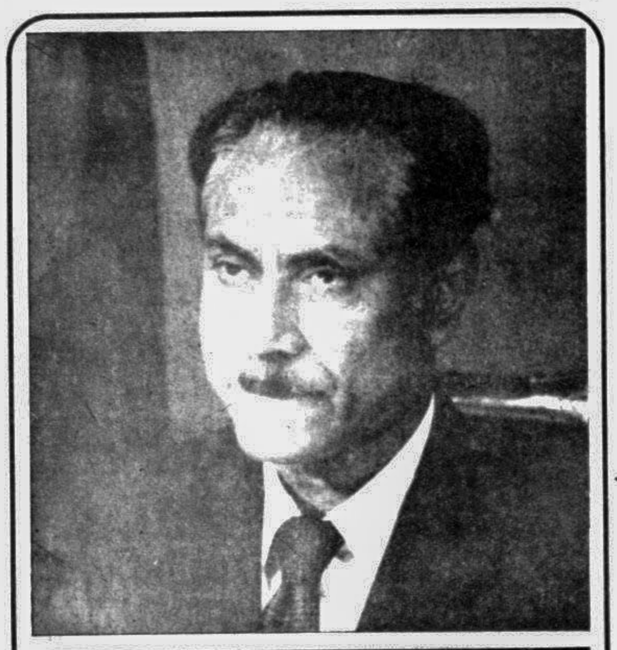

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে "বিশ্ব বসতি দিবস" পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'নিরাপদ নগরী' সমকালীন প্রেক্ষাপটে যথার্থ বলে আমি মনে করি।

বিশ্বের বিভিন্ন নগরীতে ক্রমাগত অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় নগরবাসীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং সুপরিকল্পিত ও স্বাস্থ্যসম্মত নগরায়নই নগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। নাগরিক জীবনকে সুখকর ও নিরাপদ করে তুলতে যুগোপযোগী পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

আমি "বিশ্ব বসতি দিবস '৯৮" -এর সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

Message of the UN Secretary-General

Governments and local authorities around the world are facing an increasingly daunting challenge: how to make their cities safe from crime and violence. With urban violence around the world estimated to have nearly doubled in the last 20 years, it is appropriate that Habitat Day in 1998 should focus on the theme of "Safer Cities."

Cities are not inherently violent, and many have dealt successfully with the scourge of crime and violence. But cities do seem to be breeding grounds for a wide range of lawless acts. The reasons vary, but key factors include unemployment; the proliferation and easy availability of guns ; deteriorating urban environments; deprivation of basic services; a lack of social cohesion among uprooted rural-to-urban migrants; inequlities between rich and poor; shortcomings in police and justice systems; a breakdown of traditional value systems; and in a more general sense, the anonymity and individualism common to places where large numbers of people coexist in a small space.

Prevention strategies addressing the root causes of urban crime hold considerable promise. These tend to involve partnerships among governments, city authorities, civil society organizations and residents themselves. Cities that are safe for all people will, in turn, make the whole world a safer place, for fear of crime and violence imprisons people in their homes and makes the realization of all other human rights more difficult to achieve. Crime prevention is everyone's responsibility. I urge all Member States, local governments and citizens of cities around the world to mark Habitat Day this year by taking action to make their cities and communities safer and better places to live.

-Kofi Annan

নিরাপদ নগরী ঃ বাস্তবতা ও স্বপ্ন

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

"নিরাপদ নগরী" বা "নগরের নিরাপত্তা" প্রত্যয়ে প্রাকৃতিক ও সামরিক নিয়ামকের পাশাপাশি বিবেচ্য হলো মানব-সৃষ্ট পরিবেশসমস্যাজনিত নিরাপত্তার বিষয় এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়।

সাধারণত একটি দেশের রাজধানী শহর, বৃহৎ বন্দর ও অন্যান্যভাবে গুরত্বপূর্ণ শহরগুলোর জন্য সামরিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচ্য। মোগলরা সুবাহ বাংলার রাজধানী করার জন্য ঢাকাকে নির্বাচন করেছিল এর সাময়িক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই। ঢাকা তিন তিনটি নদী বেষ্টনী দিয়ে বহিঃশত্রু বিশেষ করে বর্গীদের, কাছ থেকে সুরক্ষিত ছিল মনে করা হতো। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে যে সামরিক নিরাপত্তার কারণে রাজধানী শহর স্থানান্তরিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশগত শক্তি বা নিয়ামকসমূহ হাজার হাজার বছর থেকেই শক্তিশালী ভূমিকা রেখে চলেছে। সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদারো ছিল অত্যন্ত উন্নত একটি শহর। অথচ আবহাওয়াগত কারণে (এবং কারো কারো মতে বহিঃশত্রুর সামরিক আক্রমণের কারণে) এই শহর জনশূন্য হয়ে মাটিচাপা পড়েছিল কয়েক হাজার বছর। ইটালীর পম্পাই শহর অগ্ন্যুৎপাতের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মরক্কোর আগাদির, যুগোশ্লাভিয়ার স্কোপজে কিংবা মেক্সিকোর মেক্সিকো সিটিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন শহর ভূমিকম্পের কারণে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। আমাদের দেশেও ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট বর্তমানে ভূমিকম্পের ভয়ে অ-নিরাপদ মনে হচ্ছে। আরো বেশ কিছু শহর এদিক থেকে বিপদজনক। নদী ভাঙ্গনে বাংলাদেশের বহু শহর হয় সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, এখনো হচ্ছে। রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, গোয়ালন্দ, চাঁদপুর, লৌহজং, ভৈরব বাজার, আরিচা ইত্যাদি শহর চিরন্তর নদী ভাঙ্গনের শিকার হচ্ছে। বন্যা বা প্লাবন যে শহরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে বাংলাদেশ, উত্তর-পূর্ব ভারত, চীনের ইয়াংজি অববাহিকাসহ পৃথিবীর অনেক দেশ বা অঞ্চলই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পানির প্রাচুর্য যেমন কখনো কখনো নগরীর জন্য বিপদজনক, পানির অভাবও তেমনি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব কিংবা শিল্পকারখানায় ব্যবহারযোগ্য পানির অভাব শহরের সমৃদ্ধি কিংবা অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। টর্নেডো, সাইক্লোন, তাইফুন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির আবহাওয়াগত প্রাকৃতিক শক্তি উপকূলীয় বা অন্যান্য শহরের নিরাপত্তার জন্য বিরাট হুমকি স্বরূপ। বাংলাদেশের কক্সবাজার, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য শহর এ ধরনের আবহাওয়া-দুর্যোগের শিকার। বর্তমানে জাপান, আমেরিকাসহ আরো অনেক দেশের শহরই হারিকেনের আঘাতে পর্যুদস্ত।

মানব-সৃষ্ট পরিবেশ-দুর্যোগ নানাভাবে আধুনিকযুগের নগর জনপদকে বিপদগ্রস্ত করছে। নগরের নিরাপত্তায় আঘাত হানছে। নগরের মাটি, পানি, বায়ু, এমন কি দৃষ্টি দূষিত হচ্ছে এবং এ কারণে নগর আর নিরাপদ থাকছেনা, দ্রুত মনুষ্য জীবন যাপনের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। পৃথিবীব্যাপী নগরীয় পরিবেশ দূষণ চলছে এবং এর মাত্রা বেড়ে চলেছে। উন্নত বিশ্বের নগরের চেয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বের নগরের দূষণ-মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশী হচ্ছে। এর কারণ একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যাপক মাত্রার দারিদ্র অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও নগর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা ও অপরিনামদর্শীতা। উন্নয়নশীল দেশে শিল্পায়নের মাত্রা ও গতি কম হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ দূষণ ঘটছে। ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন ও অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত বর্জ্য নিক্ষেপ, ঘন ঘিঞ্জি বসতিতে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নগর পরিবেশ দূষিত হয় এবং নগর জীবনকে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন করে।

বন্যা পরবর্তী বর্তমান সময়ে ঢাকার জন্য অন্যতম মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে পলিথিন ব্যাগ। ব্যবসায়িক ও সাময়িক সুবিধার জন্য আমরা আমাদের সামগ্রিক জীবন বিপন্ন ও বিপদগ্রস্ত করে ফেলেছি, এক অতিকায় দানবের সৃষ্টি করেছি। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে রীতিমত সামাজিক আন্দোলন শুরু করতে হবে।

এ বছরের হ্যাবিটাট দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "নিরাপদ নগরী"। হ্যাবিটাট কর্তৃপক্ষ অবশ্য "নিরাপদ নগরী" আলোচনায় মূলত সামাজিক নিরাপত্তার দিকটি চিহ্নিত করেছে আরো বিশেষত নগরীর সন্ত্রাস (Urban Violence), নগরীয় অপরাধ (Urban Crime) এবং নগরীর নিরাপত্তাহীনতা (Urban Insecurity)। হ্যাবিটাট এর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মিঃ দর্শন জোহাল আরো ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, নগরীয় সন্ত্রাস কোন স্বতোবৃত্ত ও বা স্বতোজাত ঘটনা নয়, বরং এ হচ্ছে বৈষম্য এবং সামাজিক বঞ্চনা দ্বারা বিশেষায়িত সমাজের ফসল। যে সমাজে ব্যাপকভাবে অভাব আছে, বঞ্চনা আছে, বেকারত্ব আছে, আশ্রয়হীনতা আছে, নিরক্ষরতা আছে, অবিচার আছে, সামাজিক খন্ডতা আছে সে সমাজে অপরাধ ও সন্ত্রাস থাকবেই।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমান বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত উভয় বিশ্বেই কমবেশী বিদ্যমান, এবং সে অনুপাতে অপরাধ ও সন্ত্রাসের ঘটনাও সংঘটিত হচ্ছে। লক্ষ্যণীয় একটি ব্যাপার হলো এই যে, উপরোক্ত নিয়ামকসমূহ থেকে হয়তো উপসংহারে আসা যেত যে, অনুন্নত পৃথিবীতে, অর্থাৎ আফ্রিকা কিংবা এশিয়াতে তুলনামূলকভাবে ইউরোপ কিংবা উত্তর আমেরিকার চাইতে বেশী পরিমানে অপরাধ ঘটবে, কিন্তু ১৯৮৮-১৯৯৪ সময়কালের তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, একথা আফ্রিকার বেলায় প্রযোজ্য হলেও এশিয়ার বেলায় তেমনভাবে প্রযোজ্য নয়। হ্যাবিটাট রিপোর্ট এর মতে, ঐ সময়ে সারা পৃথিবীতে ৩৯টি দেশের লক্ষাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত নগরে অপরাধের হার ছিল ৬১%, আফ্রিকার নগরগুলোতে ৭৬%, দক্ষিণ আমেরিকায় ৬৮%, উত্তর আমেরিকায় ৬৫%, পশ্চিম ইউরোপে ৬০%, পূর্ব ইউরোপে ৫৬%, অথচ এশিয়ায় মাত্র ৪৪%।

সারণী ঃ পৃথিবীর ৩৯ দেশে লক্ষাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত নগরীতে অপরাধের শিকার জনসংখ্যার শতকরা হিসাব (১৯৮৮-১৯৯৪) *

অঞ্চল	অপরাধের শিকার (জনসংখ্যার শতকরা)				
	গাড়ী চুরি ও ভাঙচুর (%)	চুরি (আবাসিক) (%)	অন্যান্য চুরি (%)	দৈহিক আঘাত, ছিনতাই, যৌন আঘাত (%)	মোট (%)
পশ্চিম ইউরোপ	৩৪	১৬	২৭	১৫	৬০
উত্তর আমেরিকা	৪৩	২৪	২৫	২০	৬৫
দক্ষিণ আমেরিকা	২৫	২০	৩৩	৩১	৬৮
পূর্ব ইউরোপ	২৭	১৮	২৮	১৭	৫৬
এশিয়া	১২	১৩	২৫	১১	৪৪
আফ্রিকা	২৪	৩৮	৪২	৩৩	৭৬
মোট	২৯	২০	২৯	১৯	৬১

সূত্র ঃ UNCHR (1995) Quoted in UNCHS (Habitat), An Urbanizing World, Global Report on Human Settlements, 1996, p. 123.

* অর্থাৎ উপরোক্ত সময়ে নগরীর প্রতি ১০০০ জন নাগরিকের মধ্যে কত জন কোন না কোন অপরাধের শিকার হয়েছেন।

এশিয়ার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় ব্যবস্থাই এই নিম্ন হারের অপরাধের জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। তবে এশিয়া মহাদেশেরও সব দেশে অপরাধ-প্রবণতা এক রকম নয়। কোথাও খুবই কম, কোথাও বেশী, কোথাও ভয়াবহ রকম বেশী। বিশ্বের মেগাসিটি এবং মহানগরগুলোর মধ্যে জোহানেসবার্গ, ওয়াশিংটন ডিসি, রিওডি জেনিরো, বোগোটা, কালি, সাও পাওলো, করাচী, ঢাকা ইত্যাদি শহরে অপরাধ ও সন্ত্রাসের মাত্রা প্রচন্ড রকম উঁচু। এসব শহরের অনেকগুলোতেই বছরে প্রতি ১০০,০০০ লোকের মধ্যে ৬০ থেকে ৯০ জনের মতো খুন হচ্ছে, অন্যান্য অপরাধ তো আছেই।

বিভিন্ন কারনে শহরে অপরাধ বা সন্ত্রাস হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যারা অপরাধ দমন করবার দায়িত্বে নিয়োজিত, শহরে বা সমাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কর্মরত, সেই পুলিশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগসাজসের কারনেও বহু অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। এ কথা লাতিন আমেরিকার শহরের জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য এশিয় শহরের জন্যও। দুঃখজনক হলেও সত্য এ রকম অপবাদ আমাদের দেশের পুলিশের বেলাতেও প্রযোজ্য।

আমাদের দেশের নগরগুলোতে নানা ধরনের অপরাধ ঘটতে দেখা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক কারনে সংঘটিত অপরাধ, ডাকাতি, ছিনতাই, চুরি, এসিড নিক্ষেপ, হত্যা, ধর্ষণ, মেয়েদেরকে উত্যক্ত করা, গাড়ী ভাঙচুর করা ইত্যাদি। সব রকমের অপরাধই আমাদের দেশের শহরগুলোতে বেড়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এগুলোর পাশাপাশি প্রবল গতিতে বেড়ে চলেছে চাঁদাবাজি বা টোল আদায়, অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়, মাদক ব্যবসা, মাদকাসক্তি, চোরাচালান, যৌনব্যবসা ইত্যাদি অপরাধ।

"নিরাপদ নগরী" প্রত্যয়ে শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশগত কিংবা সামাজিক নিরাপত্তাই নয়, দুর্ঘটনার প্রসঙ্গটিও গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নশীল দেশের অনেক মহানগর এমনকি মাঝারী শহরেও সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড প্রভৃতি "নিরাপদ নগরী" বাস্তবায়নের প্রতিকূল। আইন শৃঙ্খলার প্রতি অবজ্ঞা, নির্মাণ নীতিমালা লঙ্ঘন, দূর্নীতি ও অন্যান্য কারণে দুর্ঘটনার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে।

বর্তমান সময়ে নগরীতে নিরাপত্তার অভাব সবচেয়ে বেশী দরিদ্রদের, মহিলাদের, শিশুদের, বৃদ্ধদের এবং পঙ্গুদের। এদের প্রতি ঐতিহ্যগত সহানুভূতি হ্রাস পাচ্ছে, নারী ও শিশু নির্মমভাবে অপরাধচক্রের শিকার হচ্ছে। ক্যাম্পাস, ব্যবসা কেন্দ্র, আবাসিক এলাকা এমনকি আবাসিক গৃহসহ শহরের কোন জায়গাই আর যেন নিরাপদ নয়। সামগ্রিকভাবে সারা পৃথিবী জুড়েই নগরীতে নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হচ্ছে, এ কারনেই এ বছর হ্যাবিটাট দিবসের শ্লোগান করা হয়েছে "নিরাপদ নগরী"।

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম তাতে এমন ধারনা হতেই পারে যে, আমাদের যুগের নগর আর মোটেই নিরপদ নয়। এটি আপেক্ষিক বা খন্ডিত বাস্তবতা। অনেক নগরীতেই নিরাপত্তা কমছে এ কথা বলার পরেও বলা যায় অনেক নগরীই এখনো মোটামুটি নিরাপদ। উন্নয়নশীল দেশেও এরকম উদাহরণ বিস্তর আছে, মধ্যপ্রাচ্যের অনেক মুসলিম দেশের শহর যথেষ্ট নিরাপদ। আমাদের আশে পাশের শহরের মধ্যে কলকাতাও বহুলাংশে নিরাপদ শহর। অন্তত সামাজিকভাবে নিরাপদ, প্রাকৃতিক পরিবেশ বা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে ততটা না হলেও। আশার কথা বিশ্বের অনেক অপরাধ-সংকুল শহরেই বেসরকারী ও নাগরিক উদ্যোগ শহরের নিরাপত্তা রক্ষায় এগিয়ে এসেছে।

অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও নগর জীবনকে নিরাপদ করার জন্য কিছু কিছু প্রশংসনীয় পদক্ষেপের কথা শোনা যায়। পুলিশের তৎপরতায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের বেশ কিছু দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। ময়মনসিংহ শহরে কম্যুনিটি পুলিশ ব্যবস্থা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। ঢাকার উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত এলাকায় এলাকাবাসীদের নিজস্ব উদ্যোগে পাহারাদার রাখার ব্যবস্থা আছে। তবে এসব ব্যবস্থা বলা বাহুল্য সমস্ত শহরের এবং সব মানুষের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় না। কেন্দ্রীয়ভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী শক্তিকে অর্থাৎ পুলিশ বাহিনীকে পুরোপুরিভাবে বিশ্বাসযোগ্য ও দায়িত্ববান করতে না পারলে "নিরাপদ নগরী" পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। মহল্লাভিত্তিক তৎপরতার অধিক হারে প্রয়োজন হবে। সামাজিক মূল্যবোধ পুনঃনির্মাণ করতে হবে। অবশ্য এসবই নির্ভর করবে অপরাধ ও সন্ত্রাস কেন হয় তার মৌলিক কারণগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করার মধ্যে এবং সেগুলো দূরীকরণের মধ্যে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে হ্যাবিটাট নির্বাহী সচিবের দেয়া ব্যাখ্যার কথা। অর্থাৎ সমাজ থেকে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর না করতে পারলে, বেকারত্ব দূর না করতে পারলে, বঞ্চনা দূর করতে না পারলে, গৃহ হীনতা দূর না করতে পারলে, অন্যায় অবিচার দূর না করতে পারলে, শুধু পুলিশী পাহারা কিংবা মহল্লা ভিত্তিক খবরদারী করেই নগরকে নিরাপদ করা যাবে না। নগরীতে সামাজিক নিরাপত্তার পাশাপাশি এর পরিবেশগত নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা আবশ্যক। পরিবেশ নিরাপদ রাখতে হলে পরিকল্পিত নগরায়নের বিকল্প নেই। নাগরিক-সমাজের পরিবেশ সচেতনতার বিকল্প নেই। নগরের নিরাপত্তা বাড়াতে হলে সরকারী প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী শক্তির সাথে বেসরকারী শক্তিসমূহ, নাগরিক-সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে সম্মিলিত উদ্যোগের আওতায় আনা আবশ্যক। কোন খন্ডিত চেষ্টাই অভিষ্ট লক্ষ্যে সহজে পৌছে দেবে না। এই সম্মিলিত উদ্যোগ যতই বিলম্বিত হবে, ততই "নিরাপদ নগরী"র বাস্তবতা হাত ছাড়া হতে থাকবে। অপরাধীচক্র কিন্তু মোটেই বসে নেই, তারা তাদের শক্তি ক্রমাগত বাড়িয়ে নিচ্ছে। তাদের এই অভিযানে স্থানীয়, দেশীয় এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগীর অভাব নেই। নিশ্চয়ই আরো খারাপ পরিস্থিতি আমাদের কাম্য নয়। আমরা অবশ্যই আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য "নিরাপদ নগরী"র স্বপ্ন দেখি।

বাণী

বিশ্ব বসতি দিবস' ৯৮ উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছার বার্তাস্বরূপ কিছু বলার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। এ' বৎসর এ' মহান দিবসটিকে বিশ্বের সর্বত্র নিরাপদ নগরীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। বস্তুত মানব উন্নয়নের বিকাশ সাধনে নিরাপদ নগরীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

জীবনকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করার স্বপ্ন নিয়ে জনগণ নগর অভিমুখে ছুটছে। নগরে স্থান সংকুলান সমস্যাসহ আনুসংগিক নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শহরমুখী জনস্রোতের বিরাম নেই। এর ভালমন্দ উভয় দিকই রয়েছে। নগর সম্প্রসারণের ফলে সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধাবলী আমরা সাদরে গ্রহণ করতে পারি। আবার অসংগতিপূর্ণ বৃদ্ধির ফলে শহর-নগরের সার্বিক পরিবেশের বিপর্যয় ঘটাতে পারে। সে ব্যাপারে সচেতন থাকতেই হবে। অন্যথায় লব্ধ উপকারের তুলনায় প্রদেয় মাশুলের পাল্লাই হবে ভারী।

জাতিসংঘ মানব বসতি কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণ অনুসারে সম্প্রতিকালে বিশ্বের সর্বত্র নগর জীবনে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা, জানমালের অনিশ্চয়তা এবং আইন শৃংখলার ক্রমাবনতি ঘটছে। দারিদ্র, বেকারত্ব, সম্পদের অসমবন্টন এবং বাসস্থানসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার অর্জনে সবিশেষ ব্যর্থতা নৈতিক এ'অধঃপতনকে ত্বরান্বিত করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আমাদের শহর-নগরের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ। তবে নগরসহ সর্বত্র সমাজ থেকে অন্যায় অবিচার নির্মূল করার বিষয়ে আমাদের সরকারের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে এবং তা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ধাপে ধাপে অগ্রসরও হচ্ছে। নগর নিরাপত্তা প্রশ্নে শুধু নৈতিক মূল্যবোধই নয়, এর সেবা সুবিধা ও অবকাঠামোগত নিশ্চয়তা নিয়েও ভাবতে হবে। কারণ এগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। কাজেই আমাদের প্রয়োজন সবার জন্য বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান-সে সাথে সর্বোপরি বন্যামুক্ত নিরাপদ নগর। এসবের জন্য সরকারের সাধ্য সীমিত হলেও সদিচ্ছার অভাব নেই।

সে সাথে আবশ্যক সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সদিচ্ছা ও সমন্বিত সঠিক প্রচেষ্টা আর জনগণের সার্বিক সচেতনতার উন্মেষ। তাহলেই আশা করি, আমাদের নগর জীবনের নিরাপত্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। নর-নারী নির্বিশেষে নগরের আবালবৃদ্ধবনিতার জন্য তাদের নগর হবে নিরাপদ ও উপভোগ্য।

আগামী দিনগুলোতে আমাদের নগরসমূহ সার্বিক অর্থে নিরাপদ আবাসভূমি হিসেবে উন্নীত হোক এই হবে আমাদের কামনা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোহাম্মদ নাসিম
মন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সকল দেশে ১৯৮৬ সাল থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও এ বছর ৫ অক্টোবর সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস'৯৮ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে বাসস্থান প্রাপ্তি অন্যতম। আমাদের সরকার গ্রাম ও শহরের গৃহহীন এবং ছিন্নমূল মানুষের বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সম্পদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও আমরা তাদেরকে বিনামূল্যে বাসস্থান দেয়ার জন্য 'আশ্রয়ণ' কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছি।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয়ে নিরাপদ নগরী (Safer Cities) গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে প্রতিবাদ্য বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। নগর উন্নয়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণের মাধ্যমে নিরাপদ নগরী গড়ে তোলার কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

এ বছর দেশে ভয়াবহ বন্যার কারণে এসব সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই নগর উন্নয়নে আমাদের দেশীয় প্রয়োজন অনুসারে লাগসই, উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টিকেও যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। আমার বিশ্বাস সম্পদের সীমাবদ্ধতার মাঝেও দেশবাসীর সক্রিয় সহায়তায় আমরা নিরাপদ নগরী ও পরিকল্পিত বাসস্থান গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস' ৯৮ উদ্‌যাপন কর্মসূচি সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশ্ব বসতি দিবস'৯৮ উপলক্ষে দু'টি কথা

বিশ্বের অপরাপর দেশের মতো জাতিসংঘের আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশেও আগামী ৫ই অক্টোবর, '৯৮ বিশ্ব বসতি দিবস পালিত হচ্ছে। গত বছরে বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল "ভবিষ্যত নগরী" (Future Cities)। বিশ্বের সমস্ত দেশে গত বছরে প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর বিভিন্ন সেমিনারে/ কর্মশালাতে আলোচনাক্রমে মূল সিদ্ধান্ত হয় যে, ভবিষ্যতে নগরীকে হতে হবে অপরাধ ও সহিংসামুক্ত সুশৃংখল আবাসযোগ্য এক নিরাপদ নগরী। তাই বিশ্ব বসতি দিবসের এ' বছরের নির্বাচিত প্রতিপাদ্য হচ্ছে "নিরাপদ নগরী" (Safer Cities) গত বছরের যে প্রতিপাদ্যকে ভিত্তি করে বাংলাদেশের জনগণ ভবিষ্যত নগরী প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নের নগরী নিরাপদ হবে এ' বাসনা নিয়ে এই বছর আমরা বিশ্ব বসতি দিবস' ৯৮ উদ্‌যাপন করছি। নাগরিক জীবন নিরাপদ করার অনেক গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাবলীর সাথে এ' বার নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে–আর তা হলো নগরীকে বন্যা, খরা ও জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত রাখা। নগরীর আকাশ বাতাস নির্মল ও দূষণমুক্ত রাখার সাথে নগরীর পরিবেশকে সবুজ বেষ্টনী ও সর্পিল নীল জলাশয়ের পটভূমিতে শোভিত রাখলে নগরী নিরাপদ হবে, হবে বন্যা ও খরা মুক্ত, নগরীর অধিবাসী নির্মল বায়ু সেবন করতে সক্ষম হবেন – রক্ষা পাবেন সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির ক্ষতির অদৃশ্য আগ্রাসন থেকে।

তাই আজকে বিশ্ব বসতি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশ্ব ওজন দিবস ও বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সাথে একই অক্ষে থেকে আমাদের অংগীকার হবে আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সম্পন্ন নিরাপদ নগরী গড়ে তুলব। ইট-বালি-পাথরের মাঝে সবুজ বনানী ও নীলবলয় সৃজনের ব্যাপক কর্মকান্ড হোক নিরাপদ নগরী সৃষ্টির মূল চালিকা শক্তি।

জগন্নাথ দে
সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সৌজন্যেঃ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ